দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন রিপোর্ট

বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, শিক্ষার হার বেড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স) তিন ধাপ এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার ধীর গতিতে অগ্রসর হলেও জনগণের মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু এবং শিক্ষার হার বেড়েছে। এই চিত্র থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি ঘটছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য দেয়া হয়েছে।

বুধবার জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর (ইউএনডিপি) সপ্তম মানব উন্নয়ন রিপোর্ট বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে একযোগে প্রকাশ করা হয়। এদিন সকালে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া বাংলাদেশে এই রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। রিপোর্টের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর আবাসিক প্রতিনিধি মিস্ এমি ওয়াতানারে এবং গ্রামীণ ব্যাংকের উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন রিপোর্ট সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

রিপোর্টে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে ১৯৯৫ সালে অর্থাৎ গত বছর বিশ্বের ১৭৪টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকে এ দেশটির অবস্থান ছিল ১৪৬। এ বছর বাংলাদেশের অবস্থান দাঁড়িয়েছে ১৪৩-এ। কোন দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু এবং শিক্ষার হার এই তিনটি বিষয়ের আনুপাতিক হারকে সমন্বয় করে মানব উন্নয়ন সূচক নির্ধারণ করা হয়।

১৯৯৬ সালের জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর সপ্তম মানব উন্নয়ন রিপোর্টের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মানব উন্নয়নের মধ্যে জটিল সম্পর্ক'। রিপোর্টের প্রতিপাদ্য বিষয় ছাড়া আরও যে সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে তা হচ্ছে, মানব সম্পদ উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি, প্রবৃদ্ধির সাথে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রবৃদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃদ্ধিকে কর্মসংস্থানের হাতিয়ারে রূপান্তর করা।

রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যসীমায় বসবাসকারী পুরুষের হার ২২ ভাগ এবং মহিলা ৩৭ ভাগ। চরম দারিদ্র্যসীমায় পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ৭৬ শতাংশ এবং মহিলা ৮৮ শতাংশ, বয়স্ক শিক্ষিতের মধ্যে পুরুষ ৪৫ শতাংশ এবং মহিলা ২৪ শতাংশ, গড় আয়ু পুরুষ ৫৭ বছর এবং মহিলা ৫৬ বছর, সংসদে

(৪-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু,

পুরুষ প্রতিনিধির সংখ্যা ৮৯ শতাংশ এবং মহিলা ১১ শতাংশ, সরকারী চাকরিতে পুরুষের সংখ্যা ৯০ শতাংশ এবং মহিলা ১০ শতাংশ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে বিশ্বে কানাডার স্থান শীর্ষে। সবচেয়ে নিচের স্থানে রয়েছে নিজার। ১৯৯৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ২২০ মার্কিন ডলার এবং শিক্ষার হার ৩৭ শতাংশ।

রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বে ধনী-দারিদ্রের ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। শীর্ষস্থানীয় এক পঞ্চমাংশ দেশের হাতে রয়েছে ২৩ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এই কয়টি দেশ বিশ্বের ৭৮ ভাগ সম্পদের মালিক। বাকি দেশগুলোর জন্যে মাত্র ২২ শতাংশ সম্পদ রয়েছে। একপেশে প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্যের জন্য সম্পদ তো নয়ই বরং দারিদ্র্যের সকল আশা-আকাংক্ষার অপমৃত্যু ঘটাতে পারে। সুতরাং বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের নীতিনির্ধারকদের কেবলমাত্র প্রবৃদ্ধির চিন্তায় বিভোর না থেকে উন্নয়নের মান বৃদ্ধি করে আপামর জনসাধারণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানব উন্নয়ন কার্যক্রমে, বিশেষ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কাজে লাগানোর জন্য সরকারী এবং বেসরকারী উভয় খাতের সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। আবার প্রবৃদ্ধির জন্যও প্রয়োজন সঠিক কর্মসংস্থান এবং মানব উন্নয়ন। তবে এ প্রসঙ্গে মূলকথা হচ্ছে প্রবৃদ্ধি বা মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত মৌলিক খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

এ বছর ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন রিপোর্টের প্রণেতা রিচার্ড জলী বলেন, 'দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে শিথিল মানব উন্নয়নের গতি নিয়ে কোন দেশই তার উন্নয়নের ধারাকে চালু রাখতে পারেনি কিংবা মানব সম্পদ উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারেনি' অর্থনীতিকে বিকাশমান করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল দক্ষতার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার। দক্ষতাকে কাজে লাগানোর অন্যতম মাধ্যম হল গবেষণা এবং উন্নয়ন। এ কারণে দ্রুত বিকাশমান এশীয় দেশগুলোতে এখন গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে নিযুক্ত রয়েছে ১২ লাখ ৩০ হাজার বিজ্ঞানী। ইউরোপে এর সংখ্যা ১১ লাখ এবং উত্তর আমেরিকায় ৯ লাখ। এতে বোঝা যাচ্ছে বিনিয়োগে কাজ হচ্ছে। আয় বৃদ্ধিই কেবলমাত্র দরিদ্র মোচনে হয়ত সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষের গুণাবলী ও যোগ্যতাকে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করা।

রিপোর্টের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন এবং উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন সরকারের বিঘোষিত নীতি। তবে এ সকল নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

তিনি বলেন, দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন ছাড়া মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব নয়। দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ। কিন্তু অধিক বিনিয়োগের জন্য আবার প্রয়োজন সামাজিক ন্যায়বিচার।

রিপোর্টে আশা প্রকাশ করা হয়, এ বছর ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠেয় সাহায্যদাতা গোষ্ঠীর বৈঠকে বাংলাদেশ সরকার এবং তার সহযোগীদের মধ্যে উন্নয়ন সম্পর্কে যে বার্ষিক আলোচনা হবে তাতে এই রিপোর্টটি একটি উপকরণ হিসাবে ব্যবহার হতে পারে।